২২-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - রোজ স্বয়ং নিজেকে প্রশ্ন করো আমি আত্মা কতখানি শুদ্ধ হয়েছি , যত শুদ্ধ হবে খুশি ততই তোমার সাথে থাকবে , সেবা করার উৎসাহ জাগবে"

প্রশ্নঃ - হীরে সমান শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ কি ?

উত্তরঃ - দেহী-অভিমানী হও , শরীরের প্রতি এতটুকুও মোহ যেন না থাকে । দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে এক বাবার স্মরণে থাকো - এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হীরে সমান করে তুলবে । যদি দেহ-অভিমান থাকে তবে বুঝবে স্থিতি দুর্বল । বাবার থেকে দূরে আছ । তোমাকে এই শরীরের দেখাশোনা করতে হবে কেননা এই শরীরে থেকেই কর্মাতীত অবস্থা আয়ত্ব করতে হবে ।

গীতঃ - দর্পণে নিজেকে দেখ রে প্রাণী . . .

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , যোগবলের দ্বারা যার পাপ বিনষ্ট হয় , তার খুশির পারদ উঁচুতে উঠে যায় । নিজের স্থিতি বাচ্চারা নিজেরাই জানতে পারে । যখন স্থিতাবস্থা ঠিক থাকে তখন বাচ্চাদের সেবার শখও অনেক বেড়ে যায় । যেমন-যেমন শুদ্ধ হতে থাকবে তেমন অন্যকেও শুদ্ধ অথবা যোগী বানানোর উত্সাহ বাড়বে কেননা তুমি হচ্ছ রাজযোগী বা রাজঋষি । হঠযোগ-ঋষি তত্ত্বকে ভগবান মানে আর রাজযোগ-ঋষি ভগবানকে বাবা মানে । তত্ত্বকে স্মরণ করায় ওদের পাপের বোঝা কমেনা । তত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হওয়ার ফলে কোনও রকম শক্তির প্রাপ্তি হয়না । কোনও ধর্মীয় লোক যোগ কি তা জানেনা, এইজন্য কেউই সত্যকার যোগী হয়ে ফেরৎ যেতে পারেনা । তোমরা বাচ্চারা এখন নিজের অবস্থা স্বয়ংই জানতে পার । আত্মা বাবাকে যত স্মরণ করবে খুশিও ততই বাড়বে । নিজেকে নিয়ম করে পরখ করতে হবে । বাচ্চারাও একে অপরের পরখ করে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে পার । দেখতে হবে আমাদের কোনরকম শরীরের ভান নেই তো ! দেহ-অভিমান থাকলে বুঝবে এখনও কমজোর আছ । বাবার থেকে অনেক দূরে । বাবা নির্দেশ দেন , বাচ্চারা তোমাদের এখন হীরের মতন হতে হবে । বাবা দেহী-অভিমানী করে গড়ে নেবেন । বাবার দেহ-অভিমান হয়না । দেহ-অভিমান হয় বাচ্চাদের । বাবাকে স্মরণ করে তোমরা দেহী-অভিমানী হতে পারবে । নিজেকে নিরীক্ষণ করতে থাক আমরা কতক্ষণ স্মরণ করছি । যত বেশী স্মরণ করবে খুশির পারদ তত বাড়বে এবং নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারবে । এরকমও মনে করার কোন কারণ নেই , কোন কোন বাচ্চা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে গেছে । না , এখন রেস (প্রতিযোগিতা) চলছে । রেস যখন সম্পূর্ণ হবে তখন ফাইনাল রেজাল্ট বেরোবে আর তারপরেই বিনাশ শুরু হয়ে যাবে । ততক্ষণ পর্যন্ত বিনাশের এই রিহার্সাল হতে থাকবে যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা আসে । আমরা কারও সমালোচনা করতে পারিনা । অন্তিমেই সবাই প্রত্যক্ষ করবে । আর অল্প সময় বাকি আছে । এই কথা দাদাও বলেন , মিষ্টি বাচ্চারা , এখন মাত্র সামান্য সময় পড়ে আছে । এই সময় একজনও কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারেনা । অসুখ-বিসুখ ইত্যাদিতে ভোগান্তি হয় , একে কর্মভোগ বলা হয়ে থাকে । এই কর্মভোগের কথা আর অন্য কেউ জানতে পারেনা । সেটা হলো ভিতরের কষ্ট । একরস অবস্থার স্থিতি এখনও কেউ প্রাপ্ত করতে পারেনি । চেষ্টা যত করে তত তার একটা বিপরীত

রূপ সামনে এসে উপস্থিত হয় । আত্মা বলে , সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । তবে বাচ্চাদের অনেক খুশিতে থাকা উচিত্ । বিশ্বের মালিক হওয়া কি সহজ ব্যাপার ! সেখানে মানুষ সকলেই বিত্তবান , বড় বড় মহল থাকে , সেইজন্য অনেক আনন্দও থাকে , কেননা সর্বদা সুখের প্রাপ্তি । তোমরা এখনও বাবার থেকে অপার সুখ নিয়ে চলেছ । তোমরা জেনেছ আমরা বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার নেব । শান্তিতে তোমাদের সেই খুশি হয়না , যত ধন প্রাপ্তির খুশি হয় । সন্ন্যাসী ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকত । পয়সা কখনও হাতে রাখত না , সামান্য রুটি হলেই তাদের চলে যেত । তারাও এখন অনেক ধনবান হয়েছে । সবাই এখন পয়সার চিন্তা করছে । বাস্তবে রাজা তাঁর প্রজাদের কথা ভাবতেন সেইজন্য তাদের সুরক্ষা হেতু লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জাম রাখতে হত । সত্যযুগে লড়াই ইত্যাদির তো কোনও কথাই নেই । তোমাদের বাচ্চাদের এখন খুশি হচ্ছে এইভেবে , আমরা বিশ্ব-রাজত্বের সত্বাধিকার পেতে চলেছি । ওখানে ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই । ট্যাক্স ইত্যাদিরও কোনও বিষয় নেই । শরীরের চিন্তা এখানে থাকে । গায়ন আছে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত প্রভু ...তোমরা জেনেছ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এখন আমরা পুরুষার্থ করছি । তারপরে ২১ জন্মের জন্য চিন্তা থাকেনা । বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অচঞ্চল থাকবে । রামায়ণ গাথাও তোমাদের নিয়ে লেখা । তোমরাই মহাবীর তৈরী হও । আত্মা বলে রাবণ আমাদের টলাতে পারবে না। সেই অবস্থার প্রাপ্তি পরে হবে । এখন তো যে -কেউই টাল সামলাতে পারবেনা । চিন্তা থেকেই যায় ! বাবা নিজে বলেছেন শরীরের খেয়াল রাখো । এই হলো তোমাদের অন্তিম শরীর , এই শরীর দ্বারাই পুরুষার্থ করে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে । জীবনে বেঁচে থেকে বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে। বাবা বুঝিয়ে বলেন , বাচ্চারা জিতে রহো অর্থাত্ শরীরের মধ্যে থেকে নিজের কার্য্যকে সফল করো । শরীরে যতদিন থাকবে ততদিন বাবাকে স্মরণ করে রাজত্বের উচ্চ পদ নিতে পারবে । তোমাদের এখন যোগের দ্বারা উপার্জন হতে থাকে । শরীরকে নীরোগ আর সুস্থ রাখো , গাফিলতি করা যাবেনা । খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হলে তবে আর কিছু হবেনা । একরস স্থিতিতে থাকলে শরীরও স্বাস্থ্যকর থাকবে । এই হলো অমূল্য তন । এই তনেই পুরুষার্থ করে দেবী-দেবতা হতে চলেছ সেইজন্য আত্ম-নিবেদন এই সময়ের । খুশি থাকা উচিত্ । বাবা আর বরসার স্মরণ যত করবে নারায়ণী হওয়ার প্রবল ইচ্ছা বাড়তে থাকবে । বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু পদ পাবে । দেখতে হবে আমরা কত খুশি আর কত নেশায় থাকতে পারি ! গরীবের আরও বেশী খুশি থাকা উচিত্ । সাহুকারের তো ধনের চিন্তা থাকে । তোমাদের মধ্যে কুমারীদের তো কোনও চিন্তাই নেই । তবে হ্যাঁ , কারও বন্ধু-বান্ধব গরীব হলে তবে তো খেয়াল রাখতেই হবে । তার জাগরনের চেষ্টাও করতে হবে । যদি জাগরিত না হয় তবে কতক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করা যাবে । বাবা তো সর্বদা বলছেন তোমরা নিজেরা সেবায় মনোযোগী হও বা স্ত্রীকে রুহানি সেবায় দাও । তুমি হচ্ছ বাবার মদদগার , সহায়ক । মদত তো সবার প্রয়োজন । বাবা একলাই বা কি করবেন , কতজনকে মন্ত্র দেবেন ! 'আমি তোমাদের দিই , তোমাদের আবার অন্যদের দিতে হবে , চারা লাগাতে হবে ।' বাবা বাচ্চাদের বলতেই থাকেন যতখানি সম্ভব সহায়ক হও , মন্ত্র দিয়ে যাও । তোমাদের শাস্ত্রতেও আছে যে, সকলকে সন্দেশ(পয়গাম) পৌঁছনো হয়েছিল বাবা এসেছেন , রাজ্য অধিকার নিতে হলে বাবাকে স্মরণ করো । দেহধারীদের স্মরণ কোরোনা । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বিশ্ব-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করবে । গীতা তো অনেক শোনা আর শোনানো হয় । ওখানে প্রসিদ্ধ শব্দ হলো 'মনমনাভব' । বাবাকে স্মরণ করলে তবে মুক্তির প্রাপ্তি হবে । সন্ন্যাসীরাও এটা পছন্দ করবে । মধ্যাজী ভব অর্থাত্ জীবনমুক্তি । বাচ্চারা বাবার হলে বাবা বলেন - বাচ্চারা তোমাদের আত্মা পতিত হয়েছে , পতিত হয়ে ঘরে ফেরা যাবেনা । এই কথা বুঝতে

হবে । তোমরা ভারতবাসী সতোপ্রধান ছিলে , তমঃপ্রধান হয়েছ এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে তাই বাবা বলেছেন , পুরুষার্থ করো তবে উচ্চ পদের অধিকারী হবে । ভক্তি তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে আসছ । তোমরা জেনেছ - প্রথম-প্রথম অব্যভিচারী ভক্তি শুরু হয়েছে । এখন ভক্তি কত ব্যভিচারী । শরীরেরও পূজা হয় , আর তা' হলো ভূত পূজা । দেবতারা তবুও পবিত্র হয় । কিন্তু এই সময় তো সব তমঃপ্রধান হয়ে গেছে । বাবাকে এখন স্মরণ করতে হবে । ভক্তি শব্দও কেউ বলোনা । হায় রাম - এও ভক্তির অক্ষর । এইভাবে কারও ডাকা ঠিক নয় । এতে কিছুই উচ্চারণ করার কথা নেই । ওম্ শান্তিও মুহুর্মুহু বলার প্রয়োজন নেই । শান্তি অর্থাত্ আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ । সে তো ঠিকই । এতে বলার মতো কোনও কথা থাকেনা । অন্য কোনও মানুষকে 'ওম্ শান্তি' বললে সে তো অর্থ কিছুই বুঝবে না । অন্য লোকেরা তো ওম্-এর অনেক অনেক মহিমা করে । তোমরা তো অর্থ বুঝতে পারছ তবে ওম্ শান্তি বলাও অনর্থক হয়ে যায় । তবে হ্যাঁ , একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে পার - শিববাবার স্মরণে থাকো ? যেরকম আমিও বচ্চিকে (আমাদের গুলজার দাদী) জিজ্ঞাসা করি এই শৃঙ্গার কার জন্য করছ ? বলে , শিববাবার রথের জন্য । এই শরীর তো শিববাবার রথই হলো । যেরকম হুসেনের রথ হয় । ঘোড়ার শৃঙ্গার করায় । ঘোড়ার অর্থ কেউ বোঝেনা । ধর্মস্থাপক যাঁরা আসেন তাঁদের আত্মা-সকল পবিত্র হয় । পুরনো পতিত আত্মা ধর্ম স্থাপন করতে পারেনা । তোমরা ধর্মস্থাপন করো না , শিববাবা তোমাদের দ্বারা করিয়ে নেন । তোমাদের পবিত্র করে গড়ে তোলেন । ভক্তিমার্গের লোকেরা অনেক শৃঙ্গার ইত্যাদি করে । এখানে বাচ্চারা শৃঙ্গার পছন্দ করেনা । বাবা কত নিরহংকারী ! নিজেই বলেন যে আমি বহু জন্মের অন্তেরও অন্তে আসি । সত্যযুগের প্রথমে আসবেন শ্রী নারায়ণ । শ্রীলক্ষ্মীরও আগে শ্রীনারায়ণ আসবেন । তিনি তো বড় হবেন এইজন্য কৃষ্ণের নাম গাওয়া হয়েছে । নারায়ণের থেকেও কৃষ্ণের মহিমা বেশী করা হয় । কৃষ্ণেরই জন্মাষ্টমী পালিত হয় । নারায়ণের বার্থ ডে পালন হয়না । এটা কেউ জানেনা কৃষ্ণ যে সেই নারায়ণ। শিশুবয়সের নামই তো থেকে যায় ! কেউ জন্মালে তার জন্মদিন পালন করা হয় , এইজন্য কৃষ্ণেরই জন্মদিবসের উত্সব পালন হয় । নারায়ণের জন্মদিবস কেউ জানেনা । প্রথম -প্রথম শিবজয়ন্তী , তারপরে কৃষ্ণজয়ন্তী আর তারও পরে রামের ... শিবের সাথে গীতারও জন্ম হয় । শিববাবা আসেনই অনেক জন্মের শেষ জন্মে । বার্ধক্যের অনুভবী রথেই আসেন । কত ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও কারও কারও বুদ্ধিতে আসেনা । বাবা বলেন এই জ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে চলেছে । যখন আমি এসে শুনাব তোমরাও তখন শোনাতে পার । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো আমরা ভবিষ্যতে যথার্থরূপে এই দেবী-দেবতায় পরিণত হব । বাবা ২-৩প্রকারের সাক্ষাত্কার করেছিলেন । এই হব , তাজধারী হব , মুকুটধারী হব । দুই থেকে চার রাজত্বকালের জন্মের সাক্ষাত্কার করেছিলেন । তোমরা এখন বুঝতে পারছ , দুনিয়ার অন্য কেউ এই কথা বুঝতে পারবেনা । তবে এটা বুঝতে পারে ভালো কর্ম করলে ভালো জন্ম পাওয়া যাবে । তোমরা ভবিষ্যতের জন্যই এখন পুরুষার্থ করছ । নর থেকে নারায়ণ হওয়ার । তোমরা জানো - আমরা এই পদ পাব । এই খুশি তাদেরই অনেক বেশী থাকবে যারা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছে । বলে , বাবা আমরা তো মাম্মা , বাবাকে অনুসরণ করব তবে তো সিংহাসনে বসতে পারব ! এরকম বোঝার উপযুক্ত হতে হবে , আমরা কতখানি সেবা করি আর কতখানি খুশিতে থাকি । নিজে খুশিতে থাকলে অন্যকেও খুশি দেওয়া যাবে। মনের ভিতরের কোনও খারাপ কিছু থাকলে মানসিক যন্ত্রণা হবে । কেউ কেউ এসে বলে - বাবা আমার ক্রোধ হয় । বিকারের এই ভূত আমার মধ্যে আছে । চিন্তা করার মতোই তো কথা ! বিকারি ভূতকে থাকতে দেওয়াই উচিত্ নয় । ক্রোধ-ই বা কেন করে ! ভালবেসে বোঝাতে হয় । বাবা কি কারও ওপর ক্রোধ করেন ! শিববাবার তো কত মহিমা গাওয়া হয় । অনর্থক অনেক মিথ্যা

মহিমাও করে । আমি কি করি ! আমাকে বলে এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাও । যেমন ডাক্তারকে বলে আমার রোগ নিরাময় কর । ডাক্তার তখন ওষুধ , ইঞ্জেকশন দেন , সেটা তো ওনারই কাজ । সেরকম বিশেষ কিছু তো নয় । জ্ঞানের পাঠই তো সেবা করার জন্য । পড়ায় যত বেশী মনোযোগী হবে তত বেশী উপার্জনও হবে । বাবাকে কোনও উপার্জন করতে হয়না । ওঁনাকে উপার্জন করাতেহয়া বাবা বলছেন তোমরা আমাকে অবিনাশী সার্জন যে বলো সেতো একটু বেশীই মহিমা গাওয়া হলো । পতিত-পাবনকে কোনও সার্জন বলা যায় না । এ শুধুই মহিমা । বাবা তো কেবল বলছেন আমাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । ব্যস্ শুধু এইটুকু । আমার পার্ট শুধুই তোমাদের বোঝান মামেকম্ ইয়াদ করো অর্থাত্ আমাকে স্মরণ করো , স্মরণ যত করা যাবে ততই উচ্চ পদ পাওয়া যাবে । এই-ই হলো রাজযোগের জ্ঞানগীতা , যারা পড়েছে তাদের বোঝানো খুব সহজ । তোমরা পূজ্য রাজাদেরও রাজা হয়ে ওঠ , পরে আবার পূজারী হও । তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে । তোমরা বিশ্বকে পবিত্র তৈরী করো । কত দায়িত্বপূর্ণ পদ ! তোমাদের এক এক আঙুলের সহযোগ কলিযুগিয় পাহাড়ের (দুনিয়ার) পরিবর্তন ঘটায় । বাকি পাহাড় ইত্যাদি কিছুই নেই । তোমরা এখন জেনেছ , নতুন দুনিয়া আসছে এইজন্য রাজযোগ অবশ্যই শিখতে হবে । বাবাই এসে রাজযোগ শেখায়া সতোপ্রধান হতেই হবে । কল্প পূর্বেও যে হয়েছিল তাকে বোঝানো কার্য্যকরী হবে । কথা তো একেবারে ঠিকই বলা হয়ে থাকে । চিরকাল ধরে বাবা বলছেন - "মনমনাভব ।" শব্দ সংস্কৃত ভাষায় । বাবা তো বলছেন হিন্দিতেই "আমাকে স্মরণ করো ।" তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ আমরা কত উচ্চ ধর্মের ছিলাম এবং উচ্চ কর্ম করতাম , সেইজন্য গায়নও আছে ষোল কলা . . . এখন আবার এইরকম তৈরী হতে হবে । নিজেকে পরখ করে দেখতে হবে কতখানি সতোপ্রধান হতে পেরেছি , পবিত্র হয়েছি । নরকবাসীকে কতখানি স্বর্গবাসী বানানোর সেবা করেছি । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণের সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা সমান নিরহংকারী হতে হবে । এই শরীরের দেখভাল করার সাথে সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । রুহানি সেবায় বাবার সহযোগী হতে হবে ।

২) নিজের ভিতরে কোনও বিকারি ভূত থাকতে দেওয়া উচিত্ নয় । কখনও কারও ওপর ক্রোধ কোরোনা । ভালবাসার সাথে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে ।

বরদান :- প্রত্যেক সংকল্প , সময় , শব্দ এবং কর্ম দ্বারা ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ভব!

সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত তাকে বলা যায় যে , সকল বস্তুর পুরোপুরি খেয়াল রাখে । কোনও জিনিস ব্যর্থ হতে দেয় না । যখন থেকে অলৌকিক জন্ম হলো তখন থেকেই সংকল্প , সময় আর কর্ম ঈশ্বরীয়

নিয়মনীতি অনুসারে হওয়াই বাঞ্ছনীয় । যদি ঈশ্বরীয় সেবা ভিন্ন সময় বা সংকল্প অন্যদিকে ধাবিত হয় , ব্যর্থ শব্দ মুখ দিয়ে বেরোয় অথবা তনের দ্বারা কোনও ব্যর্থ কর্ম হয় তবে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত বলা যাবেনা । এরকম যেন না হয় যে এক সেকেন্ড বা এক পয়সা ব্যর্থ হলো তো কি এমন হবে । তৈরী হতে হবে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত (বফাদার) অর্থাত্ সবকিছু সফল করতে পারবে ।

স্লোগান :- শ্রীমতকে যথার্থ বুঝে সেই পথে প্রতি পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াতেই সাফল্য সমাহিত হয়ে আছে ।